চির বসন্তীবাগ্
রচনায়ঃ
মৌলানা এস, এম, জাফর ছাদেক আল্ আহাদী

সূচীপত্র

"বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

আল্লাহর প্রশংসা এবং নবীবর মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সকল প্রিয়জনদের উপর সালাতুচ্ছালাম শুরু-শেষ পরিব্যাপ্ত। অতঃপর সুস্পষ্ট যে, অনন্ত হামদ-না'ত জগতের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। **'চির বসন্তী বাগ'** বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গীকে উক্ত হামদ-না'ত জগতের ক্ষুদ্র বিকাশ। দৃশ্যতঃ আল্লাহ-রাছুল এবং তাঁদের প্রিয়জনদের প্রেমে নিবেদিত প্রাণদের মনোপ্রাণে রেখাপাতের উপর নির্ভর করে এ বিকাশের সফলতা নির্ধারণ হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উক্ত জগতের কোন শ্রম বৃথা যায় না; এক্ষেত্রেও যাদের কোন না কোনরূপ শ্রম থাকছে- বৃথা যাবে না। আল্লাহই সর্বোপরি অধিক পরিজ্ঞাত।

বিনীত-

'লিখক'

হামদ ও ফরিয়াদ

সব প্রশংসার মালিক তুমি, তোমার শান অপার অসীম।
পালন কর্তা সব কিছুরই, রব্বুল আলামীন মহিম।।
তুমি পরম দয়াল-দাতা, তোমার দয়ার নাই সীমা;
সবাই পেয়ে তোমার দয়া ডাকে রহমানুর রহীম।
বিচার দিনের মালিক তুমি করবে বিচার সেই দিনে,
আমরাতো বড়ই গুনাহ্গার তুমি রহমানুর রহীম।
করিয়ে তোমার এবাদত মুক্তি ও শান্তি পেতে-
চাই সাহায্য আর সহায়, তোমার তুমি দাতা মহিম।
সোজা পথে চালাও মোদের যে পথটি তোমারি পথ,
যেই পথে তোমার নেয়ামত পাওয়া যায় অপার-অসীম।
ভ্রষ্টতা আর অভিশাপের পথ হতে রক্ষা দিও;
কবুল কর এই ফরিয়াদ তুমি যে দয়াল মহিম।

গাহিতে দিও তোমারি গান

এ বিশ্ব ভূবনে নানান বরণে, প্রকাশিলা প্রভু তোমারি শান,
সৃষ্টির আড়ালে, গোপনে গোপনে, একেলা খেলেছ সকল ধাম।।
তোমারি তজল্লির নূরানী বসনে, সাজিয়ে দিয়েছ এ বিশ্ব ভূবনে।
যাহা কিছু আজি ব্যক্ত ও গোপনে, সকলি তোমারি বিকাশ শান।।
তুমি জাহেরে, তুমিই গুপ্তে, তুমি আদিতে, তুমি অনন্তে।
সর্বময় শুধু তুমি আর তুমি-তোমারই ঘোষণা আল্ কোরান।।
প্রতিটি পলকে প্রতিটির মাঝে, তোমারি ঝলওয়া নতুন সাজে।
সৃষ্টির মাঝে প্রতিটি কাজে তোমারি ক্রিয়া বিরাজমান।
তোমারি বিকাশের যে' রঙ্গ লীলা, কেমন করিয়ে প্রকাশি মওলা।
'আনাল্ হক' বলিতে প্রাণে বধিলা, তবু তোমারি হকেরি তান।।
যাহার মাঝে খুঁজিয়ে বেড়াই, তোমাকে প্রভু তোমাকে যে পাই;
জ্ঞান অন্ধই তাতে মন্দ বলে যায়, না পেয়ে কতই ভ্রান্ত মন।
যত বেড়াজাল ছিন্ন করে ডুবিয়ে তোমার প্রেম সাগরে;

মহিমা অপার হইয়া বিভোর গাহিতে দিও তোমারি গান।
প্রতিটি ছন্দে প্রতিটি চরণে, অধীন ভৃত্যের নবীন তানে।
জোগাতে রয়েছ প্রভু হে প্রাণে কবির শানে তোমারি তান।।

ঈদে মিলাদুন্নবী আজ

ঈদে মিলাদুন্নবী আজ আমরা বড়ই খুশীরে
খুশী-মত্তদের সুসংবাদ বারবী নূর এলরে।।
নবীর আগমনে হল সব আঁধার আজ দূররে।
ব্যাপিয়া আসমান-জমীন সর্বত্র নূর নূররে।
এই দিকে নূর ঐ দিকে নূর সব দিকে আজ নূররে।
সব জগতের সর্বত্র আজ নূরেতে উজ্জ্বলরে।।
আমেনা তুমি মোবারক শাহেনশাহের মিলাদে।
তোমার কোল আজ নূর হয়ে ঘরে ঘর সব নূররে।
ঈদে মিলাদুন্নবী আজ আমরা কেন দোল্‌বনা
নূরেরি চির বসন্ত সব বাগে আজ দোলেরে।

আসিলেন নূর নবী হযরত (সঃ)

আসিলেন নূর নবী হযরত জগতের রহমত হয়ে;
কূল নবীরও হয় ছাহারা, সকলের ছাহারা হয়ে।
হারিয়ে বেহেস্তী সুখ যে, পেরেশান হযরত আদম (আঃ),
নূর নবীর ছাহারা নিয়ে, গেল সুসংবাদ পেয়ে।
নমরূদের আগুনে পড়ে ইব্রাহীম সেই নূর লয়ে,
শান্তিপূর্ণ বাগ হয় আগুন সেই নূরের ছোঁয়া পেয়ে।
নূহ, ইউনুচ, মুছা, আইয়ুব, ঈসা তথা সব নবী (সঃ),
নূর নবীজির চায় ছাহারা, আসলেন যে ছাহারা হয়ে।
খোদার নূরের নূর যে হযরত, আসিতেই সৃষ্টির মাঝে
রৌশনে ভরিল তামাম আঁধার গেল দূর হয়ে।
সকল নবী আর যে অলি সেই নূরের রৌশ্নি লয়ে,
প্রকাশে যে কত আলো সেই নূরের জ্যোতি হয়ে।

নয় যে উম্মত সব নবীও হাশরে রবে তাকায়,
আসবে সেথাও নবীজি সকলের ছাহারা হয়ে।
যার ছাহারায় পার পেয়ে যায় কতইনা পাপী-তাপী;
দুঃখ কি যে আর আহাদীর! কান্ডারী হযরত পেয়ে।

প্রিয় নবীর আগমনে

প্রিয় নবীর আগমনে পুলকিত হয় জমীন,
উর্ধ্বালোকের সকলি আজ সাহারারি হয় মকীন।
প্রিয় নবী নূরের রবি, প্রভুর নূরের সকল খুবি;
কে কে তোরা দেখে যাবি আয়! দেখে যা নূর নগীন।
গোমরাহীর রাত্রি মাঝে, সকল নবী তারা সাজে
সেই রজনীর তিমির নাশে, এই প্রভাকর চিরদিন।
আরশ-কুরছি, জমিন-আস্‌মান, যাঁর নূরে সকলি রৌশন,
সেই রৌশনির আলো নিতে আজি এসো হে মু'মীন।
আলোর ডাকে মু'মিনেরা, পুলকিত আত্মহারা;
হাসি মুখে প্রাণ দেয় তাঁরা, সেই আলোতে রাত্রদিন।
অন্ধ-বধির-দুর্ভাগারা, আলোর ডাকে দেয় না সাড়া,
তাই তারা আজ বড়ই পেরেশান চিরদিনের মুখ মলিন।
হে ঘুমন্ত! আঁখি খোলো, হৃদয়েরি চক্ষু মেলো,
সকল আঁধার ঘুচিয়ে দিতে এল করুণার আল্ আমীন।

কি করে হবে শোকর তোমার

কি করে হবে শোকর তোমার অসীম দয়াময় তুমি রহমান;
পাপী আমি তবু ভাগ্যে যে দিলে গাহিতে তব রাছুলের শান।
প্রভু আমারে নবীজির প্রেমে করে রাখিও এমন বিভোর,
চিরকালই যেন দূর নাহি হয়, অন্তর হতে নবীর আশা-আর্‌মান।
তাঁরি দ্বার হতে পায় যে ভিক্ষা জগতের সকল রাজাধিরাজ;
নবীরই গোলাম যে শক্তিধর কতো যুগ ও যুগান্তে বাদশা ও সোলতান।
নবীজির হাত, হাত যে খোদার ঘোষিত তাহা যে কোরানে খোদার,

তাইতো সেই হাতে ক্ষমতা অপার, খোদায়ী ক্ষমতার কিযে মহাশান।
বাণী নবীজির খোদার বাণী, যদিও বলেন মানব শানে
মন প্রাণ দিয়ে বুঝরে কোরান পাইবে তবেরে অকাট্য প্রমাণ।
করিতে চান রাজী খোদা যে স্বয়ং, যত চাহেন দিয়ে অসীম-অপার,
'ইউতীকা ফাতার্‌দা' বলে যে কোরান, স্বর্গবাসী সকল গোলাম তাহান।
থাকে যেন নবীর প্রেম অন্তরে, বিভোর হই সে নামে যেতে হাশরে।
পবিত্র কলেমা মুখে আর হাতে থাকে যেন প্রভু নবীর দামান।
প্রভু হে! হাশরে যখন 'সুরজ' প্রখর হবে আর হবে অতি তেজ,
পাপীদের তরে দিতেরে ছায়া থাকে যেন তব রাছুলের দামান।
সবখানে জামিন যিনি কঠিন হাশরে, সে নবীর উম্মত করিলে মোরে,
এ অসীম দয়ার কি করিব শোকর, তোমার এ দয়া চির অফুরান।
শ্রেষ্ঠ নেয়ামত তব নবীজি মহান, না মেনে যারা চায় করিতে ম্লান,
দেখবে তারা নিজের ভাগ্য আর আমার ভাগ্যে সদা দিও নবীর গুনগান।

তোমার দ্বার পেয়ে

তোমার দ্বার পেয়ে গেল পাপীরা যখন হে রাছুল,
যার নাহি কোন ছাহারা সেই পেল ছাহারা রাছুল।
প্রভুর দানে আর কি কমি যেই পেল তৈয়্যেবা রাছুল,
তোমায় যে পেয়ে গেল সেই খোদা পেল হে রাছুল।
যার ডুবন্ত তরীর তুমি উদ্ধারের কান্ডারী,
সেই পেয়ে তোমার ছাহারা পেল যে পার হে রাছুল।
চোখ হল অশ্রু ভেজা আর ঝুকে পড়ল লয়ে শির,
তোমার পাক কদমের নক্সা যদি পেল হে রাছুল।
পার্থিব সুখেরি সব আর জান্নাত ঐ সব কি যে সিজ্‌,
যদি পাই তোমার গলির মরু ময়দান হে রাছুল।
যেই বা যাহা চাইল তোমার দ্বারে তাহা পেল যে,
আমি চাই তোমার দ্বারের যে গোলামী হে রাছুল।

নবীজির গলিতে

[নগ্‌মায়ে হাবীব থেকে অনুবাদিত]

কম্‌তি আছে কি দৌলত মওলা তোমার গলিতে?
দুনিয়া-আখিরের দৌলত সবতো তোমার গলিতে।
আমায় দিওয়ানা দেখে, হাসে কতই জনা যে,
জিজ্ঞাসি যে গলির পথ, থাকি তোমার গলিতে।
জ্যোতিময় কি যে সূর্য, তুমি সর্বদা দীপ্ত,
দেখিনি তো কোনদিন ছায়া তোমার গলিতে।
কেমনে রাখিবে পা চক্ষুমান কেহ এথা,
চক্ষু নিচু রাখতে হয় যেথা তোমার গলিতে।
আমার জীবন আর মরণ উভয় তোমার লাগি
মরণ তোমার গলিতে বাঁচা তোমার গলিতে।
দিওয়ানা করে দিল, দিওয়ানা হয়ে গেলাম,
দেখেছি এমনি যে জ্যোতি তোমার গলিতে।
আম্‌জদকে আজো আমরা, অধম বুঝিতে ছিলাম
কিন্তু সে' যে পেল স্থান মওলা তোমার গলিতে।

যেন থাকি

শুনতে থাকি যেন, নবীর গুণগান, আর সদা যে বলিতে থাকি;
যেন তাঁর মহা নাম থাকে মুখেতে, বিগলিত মনে সজল থাক্ আঁখি।
মোস্তাফা ছাড়া কোন ছাহারা যে নাই, এমন সহায় আর কেহ আসে নাই;
যদি সারা জগতও পাল্টিয়ে যায়, কৃপা দৃষ্টি লয়ে ভরসায় থাকি।
নবীর প্রেম হতে সারা দুনিয়ায়, শ্রেষ্ঠ কোন আর দৌলত তো নাই
বাদশা হতে শ্রেষ্ঠ সে প্রেম ভিখারী, সেই দ্বারে ভিখারী তাই হয়ে থাকি।
কি লাভ হল সাধের জীবনে আমার খোদার হাবীব থেকে থাকিয়ারে দূর,
অবস্থা তারি আর বলিব কিরে, বিরহ জ্বালায় শুধু জ্বলিতে থাকি।
ফরিয়াদ করি যেন থাকে সদা মন, তাঁরি সাথে বাঁধা যাবত জীবন,
প্রেমাগুণে জ্বলে সদা গলে মন রক্ত অশ্রু যেন ঝরাইরে আঁখি।

মোস্তাফার দৃষ্টি যদি পড়িল, পরম সৌভাগ্য তার খুলিয়ে গেল,
সারা জগত যদিও তার শত্রু হয়, উর্দ্ধে উঠে যাবে সবারে রাখি।
হে খোদা আহাদীর এই ফরিয়াদ, এই আশায় দ্বারে তোমার করি মুনাজাত
'মরণ কালে যেন নবীর কদমে থাকে মাথা তাঁরে দেখিতে থাকি।'

দুর্দশায় রহমতের দৃষ্টি

[আল্লামা জামী (রহঃ) এর ফার্সী নাতের অনুবাদ]

দুর্দশায় রহমতের দৃষ্টি কর দান হে রাছুলাল্লাহ
আমি যে বড়ই অসহায়-সম্বলহীন হে রাছুলাল্লাহ।
অন্তরের শান্তি তুমি প্রাণের আরাম আর ধৈর্য-স্বস্তি মোর,
কর শান্ত নূরানী চেহেরা দেখায় হে রাছুলাল্লাহ।
তোমারই সে সৌন্দর্যে কর বিভোর তব মহিমার শানে
তোমারই বিরহে হয় বক্ষ চূর্ণ হে রাছুলাল্লাহ।
তোমারই দরবারে তৌয়াফ করিতে দিন-রাত হাজারবার
হাজির হবার সৌভাগ্য যে কর দান হে রাছুলাল্লাহ।
দয়া কর আমায় তোমারই সব আশেকের উছিলায়,
দেখিতে তোমারে কত যে আশা হে রাছুলাল্লাহ।
দিও দেখা নূরানী জ্যোতে আমার মরণের কালে,
রাখি তব মহিমায় পূর্ণ আশা হে রাছুলাল্লাহ।

পর্দা উঠাও হে রাছুলাল্লাহ!

নূরানী চেহেরা হতে পর্দা উঠাও হে রাছুলাল্লাহ!
খোদার নূরের নূরানী চেহেরা দেখাও হে রাছুলাল্লাহ।
মিটাই দাও অন্যেরি ধ্যান 'দিল' হতে মোর হে রাছুলাল্লাহ,
ঘুচাই দাও মানবীয় ঘোর অন্ধকার হে রাছুলাল্লাহ।
তোমার নূরী আয়নার জ্যোতি দিয়ে করিয়ে জ্যোতিময়,
আমার অন্তরের চক্ষু খোলে দাও হে রাছুলাল্লাহ।
তোমারই জন্যে আমি উভয় জগত ভুলিয়ে যাব,

শোনাও যদিরে রূহানী আওয়াজ হে রাছুলাল্লাহ।
গুনাহগার বান্দা সবের জাহাজের ভার আপনার হাতে,
তরাও-ডুবাও যাহা চাও মর্জি তোমার হে রাছুলাল্লাহ।
আট্‌কেছি ঘোর বিপাকে বিপদে মোর কান্ডারী হয়ে,
ডুবুডুবু তরী আমার কর পার হে রাছুলাল্লাহ।
তোমার কাছে করি ফরিয়াদ আমি যেইখানেই করি,
যেমনে হোক আমার ভাগ্য ফিরাই দাও হে রাছুলাল্লাহ।
ফিরিছি কত যে দ্বারে দ্বারে তোমারে না পেয়ে,
দয়া কর এবে কাতর হল প্রাণ হে রাছুলাল্লাহ।
হাশরে বলিবে যখনি খোদা তোমার উম্মত লও,
আমার দিকে ও যেন হয় ইশারা হে রাছুলাল্লাহ।
অসহায়ের সহায় তুমি, তুমি জামিন গুনাহগারের,
তোমায় ছেড়ে তবে যাব কোথা আর হে রাছুলাল্লাহ।

হরণী ডাকে হে রাছুল!

[নগ্‌মায়ে হাবীব থেকে অনুবাদিত]

এমন কুদরতে যে তোমার রূপ সাজাল হে রাছুল!
সর্ব জগতের হইল প্রিয় সেই রূপ হে রাছুল।
তোমায় উচ্চতা কত যে তোমার প্রভু করল দান,
মর্যাদার সব মুকুটধারীর উর্দ্ধে তুমি হে রাছুল।
আদরের ছেলেরও প্রতি কই মায়া? এমন মায়ের,
উম্মতের প্রতি যতদূর তোমার মায়া হে রাছুল।
ঘুমিয়ে আছি আমরা দিন রাত অচেতন ঘুমের ঘোরে
মোদের তরে হও পেরেশান কাঁন্দিতাছ হে রাছুল।
ধর্মহীনদের, পাপীদের মুশ্‌রিক আর কাফির সবের,
কতইনা যে দোষ-অপরাধ ঢাক্‌লে তুমি হে রাছুল।
তাহাকেই বলেন 'মহব্বত' হযরতে হায়দার আলী,
বাদ দিলেন আছর নামাজ তব শয়নে হে রাছুল।

রহমতে জোয়ার আসিল ছাড়াইলেন বন্ধী হতে,
ব্যথিত মন হরণী যবে কেঁদে ডাকে হে রাছুল।
ইহকালে-পরকালে মোদের তো আর কেহ নাই,
আমরা গুনাহগারের তুমি যে ভরসা হে রাছুল।
শুধু এইটুকু আশা, যে জমীলে কাদেরীর,
জুড়ে অন্তর হয় যেন তোমার মহব্বত হে রাছুল।

মহিমা নবীর বলিব কিরে

[নগ্‌মায়ে হাবীব থেকে অনুবাদিত]

মহান শানের হে নবী খোদার নূর, মহিমা তোমার বলিব কিরে!
পড়ে সব ফেরেস্তা ছল্লে আলা, তোমার মহান শান বলিব কিরে!!
চেহেরায় হয় কোরবান রবী ও শশী, জুল্‌ফিতে যে কোরবান সর্বনিশী;
রাখে কি সাধ্যে কেহ যে দৃষ্টি, তব মুখের জ্যোতির আর বলিব কিরে!
শামছুদ্দোহা শপথ তোমারি চেহেরার, ওয়াল্লাইলে শপথ তোমার জুল্‌ফি বাঁকার;
আ'লাম্‌নাশ্‌রাহ্‌ যে শান তোমারি বক্ষের, তব বিশাল দিলের বলিব কিরে!
ওয়াল্‌ আছ্‌রে যে তোমার যুগের শপথ, ওয়ালে ওম্‌রেকা তোমার প্রাণের শপথ;
ওয়াল্‌ বল্‌দে তোমার শহরের শপথ, তুমি থাকার জায়গার আর বলিব কিরে!
জিব্রাইল, বোরাক সবই থামিল, রফ্‌রফ্‌ও আগে আর না বাড়িল-
প্রভু বলেন, "প্রিয়! নিকটে এসো," তোমার সেই নৈকট্যের বলিব কিরে!
খাইল না কখনো নিজে মন ভরে, ভুখা রহে 'শেকম' বেঁধে পাথরে
অন্যদেরে দিলেন ভাণ্ড পুরে পুরে, তব দানের হাতের বলিব কিরে!
যেইবা ভিখারী আসিল দ্বারে, গেল না খালি কেহই তো ফিরে;
যেই যাহা চাইল তাহাইতো পাইল, তব মহান দানের বলিব কিরে?
পাপাচারী সব পূণ্যবান হল; বিবাদে যারা সদা জড়িয়ে ছিল;
সকল বিবাদ তুমি মিটিয়ে দিলে, বিজ্ঞতা তব আর বলিব কিরে!
কতইনা কষ্ট কাফিররা দিল, তবু না রাগিলে 'রহম দিল';
"হেদায়েত দাও প্রভু!" আরো দোয়া দিলে, মেহেরবাণী তোমার বলিব কিরে!

ছাবের কি করবে প্রশংসা তোমার, সারা কোরান তোমার প্রশংসা শুমার;
আল্লাহ করেন যেথা প্রশংসা তোমার আমি অধম আর বলিব কিরে!

ঐ তনুর সৌন্দর্য

[নঃ হা থেকে অনুবাদিত]

ঐ তনুর সৌন্দর্য খোদার জ্যোতি দৃষ্টিতে ধরাইয়ে যাইতেছে;
সোব্‌হানাল্লাহ্‌ তাওহীদের সুধা চোখে পিলাইয়ে যাইতেছে।
দুঃখী আর ব্যথিত এসোরে চলো, নবীজির দরজা পাকেতে চলি,
শুনতেছি তাঁরি গলিতে, সব দুঃখ মিটিয়ে যাইতেছে।
আসে যেই ভিখারী তাঁরি দ্বারে, নিয়ে যায় ভাণ্ড ভরে ভরে,
রহমতের ভান্ডার জগত দাতা, দিন রাত বিলায়ে যাইতেছে।
বুঝে শুনে কিছু কররে কাজ, প্রচেষ্টা অনর্থক করোনা খরচ,
নবীজির প্রেমে হয় যারা বিভোর, তারা কি কবু হুঁশ পাইতেছে।
ঐ নূরে মোহাম্মদ 'ছল্লে আলা'র, টুকু এক ঝলক দেখাইতেই,
তুর পাহাড় জ্বলিয়ে ভষ্ম হল, হুঁশ যে উড়িয়ে যাইতেছে।
কত যে চায় মন হাজির হতে, কিন্তু সম্বলহীন অসহায় যে,
আমি ভরসা দিতেছি তবু, মন কিযে নৈরাশ হইতেছে।
পাই যাবে তুমিও সব দৌলত, হে নজম দুঃখী তুমি চলো সেথা,
যে দ্বারে দুনিয়ার রাজাধিরাজ, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাইতেছে।

নবীজি ও মে'রাজ

নবীজি হলেন চির অসীম, সসীম হয়ে এলেন এথা
পথ দেখাতে সসীমেরে মে'রাজেতে গেলেন সেথা।
অসীম খোদার নূর হতে এলেন নবীজি এ ধরাতে,
গেলেন তিনি মে'রাজেতে গেলেন অসীম খোদা যেথা।
প্রভু মিলন পথ খোলে দিতে গেলেন নবীজি মে'রাজেতে;
নয়তো খোদা আছেন সদা নবী যেথা প্রভু সেথা।
দেখেন আলী, ইমাম আজম, হযরত যায়েদ নবীজির গোলাম,
আরো অলী খোদা দেখেন; না দেখেন কি? নবী সেথা।

দেখেন নবীজি আপনা হতে তবুও গেলেন মে'রাজেতে
প্রভু মিলন পথ খোলে দিতে মে'রাজের এই সার্থকতা ॥
নৈরাকার-আকার, অসীম-সসীম, হয়না দেখা মিল না হলে অসীম,
তাই নবীজি চির অসীম, সসীম মানবাকার এথা।
অসীমের সাথে মিলামিল যার, তিনিও অসীম হয়ে অতঃপর,
তিনিই হবেন নবীজির নায়েব, জগতত্রাতা মুক্তি দাতা।

না'ত ও মুনাজাত

[ন. হা. থেকে অনুবাদিত]

প্রভাত সমীর যাও দেশে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।
আস যায় নিয়ে খুশ্‌বো নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।।
যারি বিচ্ছেদে বক্ষ জর জর, অন্তরে বসে মদিনা শহর,
অন্তর ছুটে যায় পানে নবীজির, সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম।
সবারে করে হাশর ভয় গ্রাস, আল্লাহর সন্তোষ সকলের তালাশ,
আল্লাহ দেখে রয় পানে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।
পিপাসা কাতর! কেনরে মলিন, করুণা বারি দেখ রিমিঝিম,
ঐ দোলে বাঁকা জুল্‌ফি নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।
তাঁহারি শোভা জগতবাগে, তাঁরি সৌরভ বয় বেহেস্ত ও বাগে,
বহে সবখানে খুশবো নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।
রবি শশী আর জমিন-আসমান, মানব-দানব-হুর-ফেরেস্তা সবখান,
প্রতিবিম্ব সেই চেহ্‌রা নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সল্লাম।
মেশ্‌ক গোলাব আর উদ্ ও আম্বর, মাটিতে ঢালো সবেরি উপর
বিন্দু যদি পাও খুশবো নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম।
খালিদের তরে যুদ্ধ সহজ হয়, প্রতি মুহূর্তে করিতেনই জয়,
তোমার এইশান কেশর নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম।
ধর্মেরি দোশ্‌মন কত দেয় যাতন, সর্বদা তিনি তাদের দোয়া দেন,
সর্ব সুমহান চরিত নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম।

জমির কাদেরী হইও না নৈরাশ, মুনাজাতের হাত উঠাও আল্লার পাশ,
বল, দেখাও দরবার নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম।

কোন ভিখারী ফিরে না খালি

কোন ভিখারী ফিরে না খালি করোনা জিজ্ঞেস কতো পেলরে;
তাঁরি দান আর দান একাধারে দান করোনা জিজ্ঞেস কত দানরে।

গোপন রহস্যের খনিরে যিনি, হেদায়তের নূর মেরাজে তিনি,
আলো আলোময় উভয়জগত করো না জিজ্ঞেস কেমন রাতরে।

আমি যে কি আর কি আমার সত্তা, সবইতো প্রিয় নবীর মাহাত্ম্যা
আমি তো মন্দ কিন্তু আমার মান, প্রিয় নবীজির পাক হাতেরে।

প্রকাশ্যে যাহা প্রশান্তি মনে, মন আরো প্রাণের মে'রাজ গোপনে,
নবীজিরই নাম, নবীজিরই নাম, কি যে মহৎ নাম জিজ্ঞাসো নারে।

দুর্দশা নিজের যদি শুনাবে, সে মহান দানের দুর্নাম হবে,
আমি যে আপন অবস্থায় খুশি, সে কি অবস্থা জিজ্ঞাসো নারে।

তাঁরই দরবার পাকে

[ন. হা. থেকে অনুবাদিত]

তাঁরই দরবার পাকে যখন যেইবা কেউ, দুঃখী আসিল ফরিয়াদী এল;
দুঃখ ঘুচে গেল, পাপ মুচে গেল, ক্ষমা আর মুক্তির সুসংবাদ পেল।
'দিলে' স্বস্তি পেল, চোখে অশ্রু এল, পড়িল মন ও তন বিভোরের জগতে,
বেভোলা হয় গেল, হুঁশ হারা হল, মুহাম্মদ নাম যবে মুখে আসিল।

নুহের কিস্তি ও নমরূদের আগুনে, ইউনুচের ফরিয়াদ মাছেরি পেটে,
আপনার মহানাম হে ছল্লে আলা, সর্বত্র মছিবতে কাজে আসিল।

প্রিয় ছিল বটে খোদার কলিম, কলিম আর হাবীবে তফাৎ যে অনেক
সে'তো তুরে গেলেন খোদা দেখিতে, আর স্বয়ং তাঁরই ঘরে খোদার ডাক এল।

সাজে সাজে সকল জগত সাজাল, আরশ-কুরছি-জমীন সবই সৃজিল,
নবী-রাছুলগণ সব এসে গেল, মোক্তাদী আসা শেষ ইমাম আসিল।

ছাকীয়ে কউছারকে করিতেই স্মরণ, অন্তর স্বস্তি-খুশী এমন যে পেল,
যেন তছনীম স্বর্গী সুধার ধারা, সামনে; হাতে ভাণ্ড কউছারের এল।

'সিকান্দর'ও হে বাদশা! মানব দানবের, লয়ে এই টুকু হাদিয়া যে না'তের,
আপনার মাহফিল পাকেতে নবী! আজি সালাম আরয করিতে এল।

টুকু দয়া দৃষ্টি হয় যেন নবীজি

আমি সজিদা করিয়ে, মনেরে বুঝাব, নবীজির চৌকট্ নজরে পড়িল;
কোথাও যাব না, করে মন যে আনচান, বিভোর হই কিযে ঠান আসিতে লাগিল।

দুই জগতের দাতা আমারই সামনে, যে ক্বাবার ক্বাবা আমারই সামনে,
না করব কেমনে প্রেমেরি সেই ফরজ, খোদার খোদায়ী ঝুকে যে পড়িল।

যেই যাহা চাহিল তোমারি দরজায়, ফিরিল না খালি সকলে নিয়ে যায়,
খোদায়ী শুধু নয় খোদাও মিলিল, তোমারি দরজায় সব পাইতে লাগিল।

ভিখারীর রীতি জানিনা আমি যে, চাহিবার নীতি জানিনা কিছুই যে,
টুকু দয়া দৃষ্টি হয় যেন এদিকে, নবীজি! তোমার দানে জগত ভরিল।

চির বসন্তী বাগ-১৪

নবীজির গোলামী

[ন. হা. থেকে অনুবাদিত]

নবীজির গোলামীর মাঝে যে কি আছে, গোলামীতে টুকু এসে তোমরা দেখ;
তাহার গোলামী শাহী থেকে উত্তম, এথা এসে ভাগ্য বিচারিয়ে দেখ।

রাছুলে খোদার গোলামের সামনে, রাখে কত বাদশা যে মাথা যতনে,
শাহী তাজধারীর কি যে আর মহত্ব, গোলামীতে নবীর এসে তোমরা দেখ!

ঐ দেখ, দুই জগত ঝুকে পড়ল এথা, দেখ ঝুকে মানব দানব আর ফেরেস্তা,
চাহ যদি তোমরা পাইতে সেই দৌলত, অটল বিশ্বাসেরি কপাল রেখে দেখ।

কি যে মহান 'রোত্‌বা' নবীজির দরজার, সদা বর্ষে সেথা রহমত যে খোদার,
বিভোরেরি জগত সেথা যে সারাক্ষণ, ধ্যানে মগ্ন হয়ে হৃদে তোমরা দেখ।

দুই জগতের দৌলত যে এশ্‌কে নবীতে, তাহাইতো জীবনে বন্দেগীর মূল যে,
চিরস্থায়ী খুশী তোমরাও পাইবে, সেই প্রেমের জগতে মত্ত হয়ে দেখ।

মুহাম্মদ, মুহাম্মদ (সঃ) হোক শুধু জপনা, অন্তরে না হোক আর কিছুরই কল্পনা,
সেই মহান নামেরি বরকতে তোমরা, নিজের ভাগ্য জাগায় টুকু তোমরা দেখ।

জিন্দা নবী তিনি শুনেন যে সবার 'বাত', দিবেন দেখা মোদের এই তো দৃঢ় বিশ্বাস,
তাইতো কেন্দে কেন্দে সজিদায় পড়িয়ে, সহস্র বিনয় প্রার্থনা করে দেখ।

কৃপা দৃষ্টির প্রভাব এমনই দেখেছি, কত যুগের ভাগ্য ফিরাইতে দেখেছি,
শতসিদ্ধ কথা, সবই দূর হবে, অন্তরের সকল দাগ্‌ তাঁকে দেখাই দেখ।

তাজিমের মোনকের শয়তান ছিল, অভিশপ্ত-লয়িন বঞ্চিত হল,
নবীজির সম্মান তাই করে না যারা, মরদুদ তাদের দল হতে লাগিল।

নবীর গুণগান প্রশংসা আল্লার, নবীজির সম্মান গুণগান আল্লার,
নবীর মিলাদের সকল আয়োজন, এবাদতে শুমার হতে লাগিল।

আমার সালামখানি দিও!

যাচ্ছ কে কে তোমরা! নূরী মদিনায়,
আমার সালামখানি দিও, নবীর রওজায়
বাগে মদিনারি আমি যে বুলবুল, আজি বন্দি যারি নাই কোন কূল;
বন্দি হয়ে যে প্রাণ কাঁন্দে জারেজার, বল, যেন করেন কোন না উপায়।

বলিও আমি যে বড়ই অসহায়, আমি আজি অসীম দুঃখ-দুর্দশায়,
জীবনে-মরণে যেন সহায় পাই, বলিও নবীজির দ্বারে তোমরা যায়।

বলিও আমি যে পাপী বেশুমার, অপরাধে ডুবে আছি যে অপার,
খোদার তরে সকল পাপ-অপরাধ, হতে মুক্তি আমি অধম যেন পায়।

নবীর প্রেমের রোগী তাঁরি বিরহে, কাতরপ্রাণ হয়ে আছি বেদনায় যে,
এবার যেন সকল বিরহ ব্যথা, দয়ার গুণে সবই অবসান হয়।

রহমতের ইশারা হয় যদি

[ন. হা. থেকে অনুবাদিত]

রওজার জালী সামনে হবে, যেন সেই দিনকাল আমারি আসে,
হয় অন্তর মদিনায় পৌছে যাবে, নয় যেন 'দিলে' মদিনা আসে।
হবে আমার যে দিল্ রৌশন, চেহেরা হবে মোর নূরানী,
সেই নূরের 'ছিনার' আলোময় জ্যোতি, ছিনায় ছিনায় যবে যাইবে আসে।
নবীজি ডাক্‌বে আমরা যাব, ভাগ্য তাতে মোদের খুলিয়ে যাবে,
বিশ্বাসে সর্বস্ব পড়িব লুটে, যখন সামনে রওজা যাইবে আসে।.

ধন-সম্পদ-রত্নের কামী নহিরে, চাই না দুনিয়ার আমি কিছুইরে,
আমার দৃষ্টির সামনে শুধু যায় যেন মদিনার সুলতান আসে।
এহ্সানের ভাগ্য পাল্টে যাবে, দুঃখ মুশকিল কিছু আর না রবে,
রহমতের ইশারা হয় যদি যাবে, রহমতের ভাণ্ডার যাইবে আসে।

মুখে মধুর হাসি

[ন. হা. থেকে অনুবাদিত]

মুখে মধুর হাসি, খেলে চেহেরায় জ্যোতি, দৃষ্টিতে মমতা বর্ষিতে যে ছিল;
সুধা মাখা কথা, মুখে আসত সদা, শুনিতে যা জগত কাঙ্ক্ষিত যে ছিল।

সেই চলা ও বলা, স্বভাব আরো রীতি, সেই শ্রবণ ও বচন প্রীতি আর সাধন,
সবইতো দোশ্মনের হৃদয় কিনে নিত, সকলের হৃদে প্রেম জাগাইতে যে ছিল।

যেই ভ্রান্ত উপাস্যের সাথে বান্ধা ছিল, স্রষ্টা চিনা থেকে সারা দূরে ছিল,
সত্য পথ দেখাতে তাঁরি চিন্তা ধারার আওয়াজই সবার দিল বদলাইতে যে ছিল।

যেই ঘাড় আট্‌কা ছিল ধন-জন ও গর্বে, শিরিক ও গোমরাহীতে যে ছিল ডুবে,
ঝুকাইলেন তিনি তাদেরে খোদার আগে, যদিও প্রথমে অবাধ্য সব ছিল।

প্রীতি এবং দয়া, ন্যায়-নিষ্ঠা-সততা, যতনে সত্য পথ দেখা ছিল স্বভাব,
খোলিতে মুখখানি প্রকাশিত মুক্তা, বিজলী হেনরে চমকিতে যে ছিল।

পবিত্র শরীরের ঘর্মের কি যে খুশ্‌বো, হাদিছ বলে, সকল খুশবোর চেয়ে খুশবো,
যেখান দিয়ে যাইতেন ঐখানে অনেক্ষণ ধরিয়া ঐ খুশ্‌বো ছড়াইতে যে ছিল।

স্বভাবে যে সাগর রহমতের ছিল, দুই জগতের রহমত খেতাব তাইতো ছিল,
বিপদে পতিত কারেও দেখিলে, তাঁরি প্রাণ সীমাহীন ছটফট করতে ছিল।

হয়ে নবীজির প্রেমেরই রোগী

আমার মুখেতে জপ্ নবী নবী, নবীজি আছেন হৃদয়ে যে,
আমি নবীজির প্রেমের হই রোগী, চিকিৎসা আমার হাবীব যে।

আমি মন-প্রাণে বান্ধা ঐ গলির, যেথা সব নবীও হয় নতশির,
যেথা বর্ষে যে রহমত খোদার, যাহার নিকটে খোদার আর্‌শ যে।

দুঃখী-তাপী মুই নবীজির প্রেমে, কেহ চিকিৎসা করিবে কি যে,
আছে কি এমন উভয় জগতে! নবীজি ছাড়া 'তবিব'-যে।

আমি হই বড় আমির যে, হয়ে নবীজির কয়েদী যে,
হয়ে ভিখারী নবীর দ্বারে যে, ভাগ্য হল মোর মহান যে।

দেবগণ ফেরেস্তাও সব যে, নতশির মোর সামনে যে,
হয়ে নবীজির প্রেমেরই রোগী, আজি এই মান আমার যে।

তখন কি যে করবে!

[ন. হা থেকে অনুবাদিত]

নবীজির দরজা থেকে হঠ্‌ছ যারা, আর আসা না হলে তখন কি যে করবে!
জগতে তোমাদের যদিরে নাহি হয় উছিলা কোনইরে তখন কি যে করবে!!

নবীজির সম্মান থেকে করছ মানা, দরূদ আর সালাম থেকে করছ মানা;
এইসব কাজ তোমাদের নবীজির কাছে না হলে পছন্দ তখন কি যে করবে!

নবীজির তা'জীম ও সম্মান নিশ্চিত, খোদার হুকুমে মো'মিনের পরে ওয়াজিব;
কিন্তু শিরিক বলে নরকে ঠিকানা হল যে তোমাদের এখন কি যে করবে!

গুনাহগার পাপী-তাপী করোনা ভয়-লজ্জা যে কিছু;
ঐ দেখ করছে তালাশ পাপীদেরে দয়া নবীজির।

নবীজি চলছেন আপন উম্মতদেরে করাইতেন ক্ষমা;
উঠিল সেই জয় ধ্বনির সবখানে রব খ্যাতির নবীজির।

আদি-অন্ত সকল জ্ঞানের মালিক করলেন নবীকে,
পড়ল সাড়া খোদার আরশের পরে দাওয়াত যে নবীজির।

ভিখারী আর সহায়হীন! চেয়ে নাওরে আছে যা দরকার;
তিরস্কার-খালি ফিরাই দেয়া স্বভাব নয় যে নবীজির।

ফেরেস্তারা! কবরে আমার দলিল সাথে এনেছি;
এই দেখ, অন্তরের আয়নাতে আছে ছুরত নবীজির।

জমীলে কাদেরী-রেজ্‌বী কেন তোমার হাশরের ভয়!
যবে তোমার অন্তরের আয়নায় আছে ছুরত নবীজির।

আমি মত্ত ঐ নেশাতে সাকী!

আমি মত্ত ঐ নেশাতে সাকী! যাহার সামনে শরাব কিরে,
চাহিবে মাত্র ভাণ্ড পুরাই দেয় মন্দ যে কি আর তাহা পানেরে।

নবীজির কাছে যেই যাহা চাইল উভয় জগতের কিবা না পাইল?
খোদায়ী নয়রে খোদাও পাইল; চাহিলে মন্দ আর তাতে কিরে?

কাবাতে গিয়ে কি কাজরে আমার, আমার যে কাবা নবীজির দরবার,
তাই সে গলিতে হলাম নতশির, আজাব কিরে সওয়াব কিরে।

প্রভু সুমহান আরশের উপর, বলেন নবীকে প্রিয় পয়গাম্বর!
সরাওরে মীমের ঘোমটা যে মুখের আমি-তুমিতে পর্দা যে কিরে।

আল্লার হাবীব খেতাব যাহার, জগতে কি আর তুলনা তাহার,
খোদাও বিভোর প্রেমেতে যাহার, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাধি কিরে।

সবখানে খোঁজলাম জগত মাঝার, কোথাও পাইনি তুমি যে সুন্দর,
এত যে খোশবু তোমারি ঘর্মের, যে মেশ্‌ক-আম্বর-গোলাব কিরে।

সবাই নত হয় কাবার দিকে, কাবা নত রয় নবীজির দিকে,
শুধু কাবা নয় আরশও ঝুকে, আদি অন্ত সব সৃষ্টি ঝুকেরে।

দেখ চাঁদ-ছুরজ নতশির তাই, প্রিয় নবীজির ইশারা যে পায়,
চন্দ্র দু'ভাগ হয় সূর্য উঠে যায়, পশ্চিম আকাশে অস্তের পরে।

আবু জহলের মুঠোর পাথর, সাক্ষ্য দেয় নবীর হয়ে নতশির
পড়ে দেয় কলেমা প্রিয় নবীজির, হাদীছে প্রমাণ খোলে দেখরে।

যেই ডাকেন নবী সেই যে বৃক্ষকে, আসিল ছুটে নবীজির দিকে,
সেইও নতশির নবীজির দিকে, আরো কতো যে দিকে দিকেরে।

যবে নবীর নুর আদম কপালে, ঝুকে ফেরেস্তা-দেব সকলে,
কোরান-হাদীছে তাহাইতো বলে, সেই নেশাতেই মত্ত আমিরে।

কি যে স্তর আসিতে লাগিল

[ন. হা. থেকে অনুবাদিত]

বিচলিত অন্তর অশ্রুভেজা আঁখি, খোদা জানে কি যে স্তর আসিতে লাগিল;
ঝুকাই লও আদবে আপনার দৃষ্টি, ঐ দেখ সালামের দ্বার আসতে লাগিল

সর্বকালীন উর্ধ্বের খোদার হাবীব যে, নূরের অবয়ব অতুল্য রাছুল যে,
দিবে না কেন আর সালাম সব ফেরেস্তা, খোদা নিজে সালাম পাঠাতে লাগিল।

খোদা করিল দান মহান শান যাহাকে, ফেরেস্তাও আসে নতশির হতে,
নবী পাকের রওজায় দেখ সারা জগত, সহস্র সম্মানে আসিতে লাগিল।

হাশরে আসিবেন যবে মোদের আক্বা, সহায়হীন পাপী সকলের ছাহারা,
সকল নবীও যে করিবেন ইশারা, সব নবীর ঐ ইমাম আসিতে লাগিল।

দেখিয়া আনন্দে বলিবে সব উম্মত, রহিবেনা এবে কোনরে মছিবত,
নরকের নাহি ভয় ঐ যে চেয়ে দেখ সকলের জামিনদার আসিতে লাগিল।

প্রেমময় সাজে আরশকে সাজাল, মে'রাজের রাতে খোদা ডেকে বলল-
ফেরেস্তারা! এসো, সবে জৌলুস কর, আজি পূর্ণ শশী মোর আসতে লাগিল।

নাই কোন দুঃখ মোর যতইনা সমস্যা, জামিন যবে আমার দুই জগতের বাদশা,
হবে না কেন সব সমস্যা-সমাধা! মুখে নাম মুহাম্মদ, আসিতে লাগিল।

এই নামইতো সকল দুঃখীদের উপায়, এই নামইতো সকল অসহায়দের সহায়,
সমস্যায়-বিপদে এই নামেই তো পার পাই, মশ্‌কিলে কাজে এই নাম আসতে লাগিল।

কঠিন হাশরেতে যখন 'নজম' আসবে, কামলীওয়ালা নবীর ছায়া উপর হবে,
কেহ এই বলিবে 'সবাই রাস্তা ছাড়, নবীজির গোলাম যে আসিতে লাগিল।

পার করিও পার কাণ্ডারী

রহম কর প্রিয় নবী রহমতুল্লিল আলামীন
দোজাহানে কে তরাবে পাপী-তাপী আপনি ভিন।

জানাই মোরা দুঃখ কাকে, কে তরাবে মছিবতে,

মওলা তুমি, ছাহারা তুমি, হে শফীয়ুল মোজ্‌নবীন।

নূহ নবীর কিস্তি বিছে, নমরূদের আগুন মাঝে,
সকল মছিবতে তুমি, হে ছায়্যেদুল মোরছালীন।

অত্যাচার-আঁধার মাঝে, অবিচার অজ্ঞতার মাঝে,
দেয়না কেহু সেই যে দিশা যেন তোমার রাহে দ্বীন।

কাল স্রোতের ঘোর বিপাকে হুঁশহারা উত্তাল তরঙ্গে,
পার করিও পার কাণ্ডারী রহমতুল্লিল আলামীন।

আমিও দেখিব

কাঁদাবে আর কতদিন ভেজা চক্ষু আমিও দেখিব।
কাটিবে না কেমনে দুঃখেরি রাত তাহাও দেখিব।।

তোমায় দেখিতে অনুতাপ যে সারা ফিরে চোখেতে
রিমিঝিম অশ্রু মুক্তা ঝরছে শুধু হায়রে চোখেতে
ধরে আছে উভয় জগতের বাদশার নূর যে চোখেতে
তাঁরি প্রেম অন্তরে আর তাঁরি প্রীতি আছে চোখেতে
সেই চোখে অফুরান দানেরি দরবার আমিও দেখিব।--ঐ

খোদার নূরের জ্যোতিময় হজরত ফিরেন সেই যে গলিতে
নয় জান্নাত আরশ হতেও শ্রেষ্ঠ স্থান যে সে গলিতে
আরশও ধন্য হতে সেই গলির ধূলি চাই পাইতে
চক্ষুমানরা মাখে সেই ধূলি খোদার জ্যোতি দেখিতে
ফিরে ফিরে সারা গলি আমিও ধুলি মাখিব--ঐ

বিলায় ভাগ্য যে রহমতের দরবার দেন অকাতরে,
অসংখ্য দুর্ভাগা-পাপীরও ভাগ্য পাল্টিয়ে দেয়রে,

রওজা পাকেও শুয়ে যেথারে উম্মতকে স্মরে,
হাশরেও করিবেন যিনি উদ্ধার পাপী তাপীরে,
আমারও ভাগ্য ফিরাব সেই দরবার আমিও দেখিব--ঐ

আমার ঝুলি পুরাই দাও!

আমার ঝুলি পুরাই দাও প্রিয় নবী,
আমি যাব না ফিরে যে খালি;
হাছান, হোছাইন আর ফাতিমা, আলী
সবের ছদ্‌কায় যে হলাম ছওয়ালী।
পেলেন আল্লাহ হতে দানেরি যেই শান
উভয় জগতের হলেন যে ওয়ালী,
চমকে তারি যে ভাগ্যের ছেতারা
দিলেন দয়ার দৃষ্টি যারে ঢালি।
জীবন করলেন দান বাঁচাতে ধর্ম
বাঁচান আল্লাহর দ্বীন যে সকলি;
তিনি পেয়ারা নাতি নবীজির
যিনি সজিদায় দেন গর্দান বলি।
নবীর প্রেমিকের আজানের মাঝে
কি আকর্ষণ ছিল আল্লাহ আল্লাহ;
আরশ ওয়ালাও শুনিতেন আজান
কি যে প্রেমের ছিল আজান বেলালী।
আমার হৃদয়ে দাও প্রেমের সেই সুর
ডাকিতেই যেন আরশ ওয়ালা
শুনে আগ্রহে আওয়াজ সকলি
পুরাই দেন যেন আরজু সকলি।
যবে হাশরে দেখবে নবীকে
বলে উঠিবে উম্মত খুশিতে,
আসিতেছেন ঐ দেখ নবীজি

যারি কান্ধে শোভে কালো যে কামলী।
তোমার রহমতের দরজা হতে
কেহ ফিরে না কখনো খালি;
যদি ফিরাই দাও আজ আমায় খালি
বল, কার কাছে যাব লই ঝুলি!
তোমার প্রেমিক ঐ সবেরি ছদকা
যারা দিল প্রাণ তোমারি লাগি,
আর রহমতের সেই দানের ছদকা
পুরাই দাও এবে আমারি ঝুলি।

গাউছুল্ আজম জিলানী

আল্লাহ পাকের কুদরতের শান আব্দুল কাদের জিলানী;
দেন ইসলামে নতুন প্রাণ মহিউদ্দীন জিলানী।
অলিকুলের শিরমণি যার কদমে সকল অলি,
ঝুকিয়ে দেয় যে গর্দানখানি কুতুবুল আকতাব জিলানী।
নবীর বেলায়তী সেই শান, আবু মোহাম্মদ গাউছে ছোবহান
রফরফ যিনি আর্‌শী বাহন গাউছুল আজম জিলানী।
ধরনীতে আসার সাথে মাহে রমজান সব দিনেতে
রাখতে রোযা দুগ্ধ পানে রয় বিরত যে তিনি।
জন্ম পূর্বের অলি তিনি আম্মাজানকে পড়তে শুনি
মাতৃগর্ভে অর্ধেকাধিক কোরানের হাফেজ তিনি।
দ্বীন ইসলামের জ্ঞান লভিতে শিশু কালে বাগদাদ যেতে
পথিমধ্যে ডাকাত দলকে দেন যে সত্যের পথখানি।
শৈশব হতে শুরু করে সারাটি যে জীবন ধরে
লক্ষ লক্ষ ভ্রান্তদেরে দিলেন সত্যের পথখানি
পাপাচারী কত শত, ভ্রান্ত পথিক শত শত
যার পরশে হল অলী সে কুতুবে রব্বানী।

যার কারামাতের তুলনা, অলিকুলে খুব মিলে না,
কুলকিনারা পাওয়া যায় না অলিকুল শিরমণি।
মৃত দেহে নয় শুধু যে, মৃত প্রাণে যার পরশে
আর মৃতপ্রায় দ্বীনে আসে জাগরণের প্রাণখানি।
সেই চেতনার প্রাণের ধারায়, অসংখ্য আউলিয়া ধরায়
অদ্যাবধি তাঁর ত্বরিকায় জাগিয়ে যায় যে দ্বীনখানি,
পূর্ণতারি মুকুট শিরে, মহিমার হার ও বেশ পরে,
খোদার সকল মুলুক পরে হুকুমবরদার জিলানী।
গুঢ়রহস্য মহান প্রভুর, প্রভু জ্ঞানের অসীম সাগর
সৃষ্টি মাঝে গতিস্থিতির যুগ নিয়ন্তা জিলানী।
প্রভুর সত্তায় তিনি বিলীন তাঁরি মাঝে প্রভু আলীন
গুপ্তব্যক্ত প্রভুরি শান আবদুল কাদের জিলানী।
বলব কি তাঁহার কেরামত, যিনি স্বয়ং প্রভুর কুদরত,
খোদার কুদরতের বিকাশ আবদুল কাদের জিলানী।
সেই যে কুদরত সুমহান, ভক্ত সবে দেন অভয় দান
প্রভু কৃপার দান সে মহান গাউছুল আজম জিলানী।
জ্ঞান রাজদ্বার বাগদাদ শহর, যেথা বহে জ্ঞানের লহর
সেথা আজও রওজা তাঁহার সুধা বিলায় ছমদানী।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী

গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী অলিকুলের শিরমণি;
শেষ জমানায় ধরার বুকে মুক্তির কাণ্ডারী যিনি।
আসিলেন তো এই ধরাতে জগতকূলে উদ্ধারিতে
তরায় নিল কত পাপী যাঁহার চরণ তরণী।
লক্ষ লক্ষ গোমরাহীরে সুপথ দিয়ে নিলেন তরে
পলে পলে জ্যোতি খেলে হেদায়তের দিনমণি।
বিপদগ্রস্ত মানবকূলে করেন উদ্ধার প্রতি পলে
তরায়ে নেন দুই কূলে প্রভুর কুদরতের খনি।

লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার আসিয়া চরণে তাঁহার
হয়ে গেলেন অলি আল্লার লুটে পড়ে যার চরণী।
কি বর্ণিব তাঁহারি শান, যুগ যুগান্তের সবাই হয়রান
দেখে লীলা অসাধারণ, হেন খোদার লীলাখনি।

শানে গাউছুল আজম ভান্ডারী

[আয়নায়ে বারী থেকে অনুবাদিত]

অঙ্কিত যার অন্তরে হয় মহব্বত গাউছুল আজমের
হাশরে সে যোগ্য হয় শফায়াতের গাউছুল আজমের।
প্রেমাস্পদ তিনি আল্লাহর তিনি যে মাহবুব নবীজির,
যাহা চায় আছে মঞ্জুর করার শক্তি গাউছুল আজমের।
তিনি সব অলির ছরদার তিনি ইমাম যে সকলের
আকাশে মর্যাদার তারা সুউজ্জ্বল গাউছুল আজমের।
সকলের চাহিদা পুরায় সমস্যার দেন যে সমাধান
পলকে বাসনা পুরাই মমতা গাউছুল আজমের।
তাঁর ভাণ্ডারের দ্বার হতে কে বঞ্চিতরে জগতে?
কার মাথার উপরে নাই? রহমতের ছায়া গাউছুল আজমের।
চুমু দেয় আস্তানার দ্বারে যে মানব-দানব সকলে
সুমহান আরশের উর্ধ্বে যে ইজ্জত গাউছুল আজমের।
আলোময় সারা জাহান নূরানী চেহেরার সৌন্দর্যে
হেদায়েত জ্যোতি ছড়ায় সদা বাতি গাউছুল আজমের।
মনোবাঞ্ছা যে পূর্ণ হয় পলকে যে কারো দিকে
মেহেরবাণীরটুকু দৃষ্টি যদি হয় গাউছুল আজমের।
হুকুম বরদার যে সকল অলি সে মহান হযরতের,
বেলায়তের ছায়া সবার বেলায়ত গাউছুল আজমের।
ভিখারী সারাটি জগত সে মহান দরবার শরীফের,
দুই জগত বেষ্টিত যে বাদশাহী গাউছুল আজমের।
সুমহান শান তাঁহার কেমন করে বুঝবে জগতে

উভয় জগতের যে শেষ তা যে শুরু গাউছুল আজমের।
যদিও ভিখারী মকবুল হয় সে বাদশা হবে
কৃপা দৃষ্টির দান মঞ্জুর যদি হয় গাউছুল আজমের।

ধন্য তুমি পূণ্য ভূমি চট্টগ্রাম

বার আউলিয়ার পূণ্য ভূমি চট্টগ্রাম ধন্য তুমি;
আউলিয়াগণের আবাদে ইসলামাবাদ যে তুমি।

তোমার সর্ব অঙ্গ জুড়ে আছে অসংখ্য অলি,
নূর নবীর আলোতে সারা উদ্ভাসিত যে তুমি।

শাহাকুল বদর, আমানত, মিস্‌কিন ও গরীবুল্লাহ
মোহ্‌ছিন আউলিয়া প্রমুখ কত যে পেলে তুমি।

সোলতানুল আরেফীন বায়জীদ ও আসলেন তোমার বুকে
গাউছুল আজম জিলানীর ও কদম যে পেলে তুমি।

চশমায়ে ফরিদ ও তোমার শোভা আর যে বু-আলী
আরো কত আউলিয়া যে অগণিত পেলে তুমি।

ধন্য তুমি পূণ্য তুমি আউলিয়াদের মাধ্যমে,
নূর নবীর নুরের বাতি কত যে পেলে তুমি।

গৌরবেরি কদম রাছুল পেলে যে তুমি বুকে,
ধন্য তুমি পূণ্য তুমি মর্যাদাবান যে তুমি।

শেষ জমানার গাউছুল আজমের আবির্ভাবও এথা,
যার নূরে আজ বিশ্ব জুড়ে আলো যে ছড়াও তুমি।

যার আলোতে বিশ্ব জোড়ে জন্মে কত আউলিয়া
হেন মহান গাউছুল আজম ভান্ডারী পেলে তুমি।

ধন্য তোমারি তীর্থস্থান ফটিকছড়ির মাইজভান্ডার,
প্রকাশো খোদায়ী কুদরত নূর নবীর জ্যোতি তুমি,

খুশিতে হই আত্মহারা সেই উজ্জ্বল বাতি দেখে,
জ্বালিলে কত যে বাতি সেই বাতির আলোয় তুমি,

ধন্য হই জন্মিয়ে মোরা তোমার সেই পূণ্য বুকে,
যেই বুঝে না তোমার কদর সেই অবাধ্যের নও তুমি।

খাজায়ে গরীব নেওয়াজ

অলিকূল সম্রাট ভারতের খাজায়ে গরীব নেওয়াজ
খোদা ও নবীজির দান সেই হযরতে গরীব নেওয়াজ।

নায়েবুন্নবী তিনি যখন গেলেন নবীর দ্বারে,
ইসলামের সাহায্যকারী বলে নবী দেন আওয়াজ।

"মঈনুদ্দীন! যাও ভারতে করিতে ইসলাম জারি,
আমার দ্বীন আর উম্মতেরি হওরে মদদগার আজ।"

সেই হতে উপমহাদেশ-ভারত, বাংলা, পাকিস্তান,
জুড়ে ইসলাম করলেন জারি অলৌকিক ক্ষমতায় আজ।

অগণিত অসংখ্য কাফির-গোমরাহী পেয়ে সুপথ
যার চরণের বদৌলতে পেলরে মুক্তি যে আজ।

আজো খোদার নৈকট্য পায় যাহারি পাক ত্বরীকায়
সেই ত্বরীকায়ে চিশ্‌তীয়ার ইমাম যে গরীব নেওয়াজ।

কত জনম দুঃখী আরো দুর্ভাগার ভাগ্য ফিরায়
খোদা ও নবীর মহান দান হযরতে গরীব নেওয়াজ।

আজো কত দুঃখী, পাপী, পাপ মুচায় দুঃখ ঘুচায়,
তোমার দ্বারে গিয়ে হযরত খাজায়ে গরীব নেওয়াজ।

'ওয়াব্‌তাগু ইলাইহিল উছিলা' বলে কোরআন যবে,
তাইতো অলিগণের দ্বারে যেতে হয় আমাদের আজ।

মুসলিম হয়েও দেয় বাধা আউলিয়ার দ্বারে যেতে
তারাতো মান্‌ল না কোরান তাই তারা কাফির যে আজ।

খোদার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আউলিয়ার দোশ্‌মনেরা
বোখারী নয়শ' তেষট্টি পৃষ্ঠা খোলে দেখ আজ।

আউলিয়ার মহান ক্ষমতা তারা যে পারেন সবই
ঐ হাদিছে আছে প্রমাণ দেখরে মুসলিম আজ।

শায়খুল ইসলাম গাউছে জমান

আল্লামা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃ)

আমি কি আর বলব মহান ফরহাদাবাদীর শানরে
যুগ শ্রেষ্ঠ মোহাক্কেক তিনি গাউছে হক জমানরে।
প্রভুর আমানত পেয়ে আমিনুল হক নাম লয়ে;
তাওহীদের আমানতের ধারক-বাহক যুগেরিরে।

বেলায়তের অধিকারী গাউছে জমান হন তিনি
তাঁর চরণে এসে কত হয় যে আউলিয়ারে।
অলৌকিক ক্ষমতায় যারে কৃপা দৃষ্টি করেন দান
পলকে খোদার প্রেম জাগায় করেন বিভোররে।
কি যে অতুল্য মোহাক্কেক যুগ-যুগান্ত সব মোহাক্কেক
যার হীরেরধার লিখুনীতে সেই থেকে হয়রানরে।
পীর আউলিয়ার সাক্ষাতেতে সম্মানের সেজ্‌দা দিতে,
তওজীহাতুল বহিয়্যা লিখেন বৈধতার প্রমাণেরে।
ফেনীর এক মোনাজেরা আর তন্‌কিহাতুচ্ছুন্নিয়াহ্
আরো সব বিরুদ্ধবাদীর ঐ কিতাব খণ্ডনরে।
রাফেউল এশ্‌কেলাত খন্ডনে শওয়াহেদ করে পেশ
বাতিল সেই ফয়জুল্লার বক্ষ করলেন তিনি চূররে।
খোদার সান্নিধ্য লাভে বাস্তব সহায়ক ত্বরীকা,
তোহ্‌ফাতুল আখ্‌ইয়ারে তিনি তারি দেন প্রমাণরে।
যারা বুঝেনা ভাণ্ডারী ত্বরীকার নিয়ম-নীতি
পাবে তারা সেই কিতাবে সু উজ্জ্বল দলিলরে।
মর্যাদাশালী সব আলেম, ইমাম আর আরেফ সবের,
যুগেরি সবারি ইমাম গৌরবের শিরতাজরে।
হেদায়তেরি গগনের সূর্য যে যুগের তিনি
বাতিলের কি যে আতঙ্ক! আজও কম্পমানরে।
শেরে বাঙ্গালা 'দিওয়ানে' লিখেন যে তাঁরি শানে,
এমন মোহাক্কেক তিনিও বিশ্বে আর দেখেনিরে।
ইসলাম জাহানের ইমাম আর মর্যাদাবানদের ইমাম,
আরেফদের গর্বের তাজ বলে শেরে বাংলা স্মরেরে।
আমি কি বর্ণিব তাঁরি সুমহান উর্দ্ধেরি শান
যুগেরি ইমাম কতো করেন এমন যার শানরে।

প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম

"বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

আল্‌হামদু লিল্লাহে ওয়া সোব্‌হানাহু বে-হাম্‌দিহি ওয়া সোব্‌হানাল্লাহিল আযীমিল্লাযি লা-হুদ্‌দালাহ্‌-আ-মানতু বিল্লাহ-ওয়াস্‌তাগ্‌ফিরুহু ওয়া আউযুবিহি ওয়া আতুবু ইলাইহে মিন্‌ কুল্লে যাম্বিন্‌ ওয়া মা'ছিয়্যাতিন ওয়া খত্বা'-ওয়ায্‌যোলমে ওয়াজ্‌জফা ওয়াল কিব্‌রে ওয়ার্‌রিয়া-ওয়া শুরুরিন্‌নফছে ওয়াল হাওয়া-ওয়াস্‌তায়িনুহু ওয়াছ্‌আলুহু ঈমানান্‌ কামেলাঁও ওয়া এল্‌মান্‌ নাফেয়া-ওয়া আক্বলাম্‌মোনাব্‌বেরাম্‌ বিন্‌নূরে ওয়াল হুদা-ওয়া হুদাম্‌ মোনায্‌যালাও-ওয়া ক্বল্‌বান্‌ সলিমা ওয়া নফ্‌ছাম্‌ বির্‌রীদায়ে ওয়াল মার্‌দাতে কামেলাঁও ওয়া হায়াতান্‌ ত্বাইয়্যেবাতান্‌ দায়েমা-ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা আম্বিয়ায়িহি লা-ছায়্যেমা আলা হাবীবিহিল মোস্তাফা মোহাম্মাদিন নবীয়ির্‌ রহ্‌মাহ্‌-ওয়া আলা

আলিহিল মোজ্‌তাবা ওয়া আসহাবিহিল্‌ মোক্বতাদা ওয়া আলা ওলমায়ে উম্মাতিহি ওয়া আউলিয়ায়ে মিল্লাতিহিল্‌ লাযিনা হুম্‌ ক্বিলাতুন লে-আহ্‌লিত্‌ তাওহীদে ওয়াল্‌ হুদা-আম্মাবাদু ক্বালাল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল্লা ফি শানে হাবীবিহিল্‌ মোস্তাফাঃ "ইয়া আইয়ুহান্‌ নবীয়ু ইন্না আর্‌সাল্‌নাকা শাহেদাওঁ ওয়া মোবাশ্‌শেরাঁও ওয়া নজিরা ওয়া দায়ি'য়ান্‌ ইলাল্লাহে বেইযনিহি ওয়া ছেরাজাম্‌ মুনিরা"--ওয়া আইযান্‌ ক্বালা-তায়ালা ফি শানে হাবীবিহি মোখ্‌বেরাঁও ওয়া আমেরা-"ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউছাল্‌লুনা আলান্নবী ইয়া আইয়ুহাল্‌ লাযিনা আ-মানু ছাল্লু আলাইহে ওয়া ছাল্লেমু তাছলীমা"----।

[অথবা]

"বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"-আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন; ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আ'লা হাবীবিহি মোহাম্মাদিন্‌ নবীয়ির রহমতে লিল্‌ আলামীন্‌ ওয়া বিল মো'মেনীনা রউফুর্‌ রহীম-ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আহ্‌বাবিহি আজমায়ী'ন-আম্মাবাদু ক্বালাল্লাহু তায়ালা আজ্‌জা ওয়াজাল্লা ফিশানে হাবীবিহি মোখ্‌বেরাঁও ওয়া আমেরা, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউছাল্লুনা

আ'লান্নবী' ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আ-মানু ছাল্লু আলাইহে ওয়া ছাল্লেমু তাছলীমাঃ-

অতঃপর একাগ্রচিত্তে যে কোন সালাতুচ্ছালাম তিনবার পাঠান্তে আগত দরূদ, সালাম, কিয়াম ইত্যাদি সাধ্যানুরূপ পাঠ করুন।

পূর্বোক্ত আরবীর বঙ্গানুবাদঃ

"অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি"

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর প্রশংসা সহ সর্বরূপ ত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। ঐ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি অসীম মর্যাদাবান। আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস এনেছি। অতঃপর সকল পাপ-অপরাধ, অবাধ্যতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, জুলুম-অত্যাচার, দূরাচার, অহংকার, কপটতা এবং প্রবৃত্তি ও আকাংখার অন্যায়-অকল্যাণকর সবকিছু থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাহিতেছি, আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁর প্রতি তওবা অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি

সর্বস্ব ধাবিত হয়ে অন্যায়-অপরাধ মুক্ত থাকার অঙ্গীকার করিতেছি। এমতাবস্থায় তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি এবং পরিপূর্ণ ঈমান, সম্যক উপকারী জ্ঞান, নূর ও হেদায়তের আলোময় বিবেক, অবতীর্ণ সঠিক পথ, স্থায়ী শান্তিপূর্ণ অন্তর, আল্লাহর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জিত ও তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট নফছ বা প্রবৃত্তি এবং চিরস্থায়ী পুতঃ পবিত্র জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

আর অবতীর্ণ হতে থাকা ছালাতুচ্ছালাম (সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শান্তি ও তুষ্টির সওগাত নিবেদন) সকল নবী, বিশেষ করে আল্লাহর মনোনীত হাবীব রহমতের নবী মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ (সঃ) এর উপর নিবেদিত। তাঁর মনোনীত পবিত্র বংশধর তথা সকল প্রিয়জন, সর্বজন অনুসৃত আসহাব, তাঁর উম্মতের ঐ সকল বিশেষজ্ঞ আলেম এবং তাঁর ভাবধারার সকল আউলিয়া যারা তাওহীদ ও হেদায়ত পন্থীদের মনোনিবেশের কেন্দ্রস্থল বা অগ্রগামী দিশারী তাঁরা সকলের উপর ও যথার্থ সালাতুচ্ছালাম নিবেদিত।

অতঃপর (মনোনিবেশ করুন যে) মহান মর্যাদাশালী আল্লাহ আপন মনোনীত প্রেমাস্পদের 'শানে' বলেন-"হে প্রিয় নবী! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি (হাজের-নাজের বা সর্বময় উপস্থিত ও সর্বপরিজ্ঞাত-প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষী দাতা, (ইহ-পরকালীন তথা চিরস্থায়ী অনাবিল শান্তি ও মুক্তির পয়গাম্ নিয়ে) সুসংবাদদাতা, (সুনিশ্চিত আসন্ন সমুদয় বিপদ, অশান্তি ও নারকীয় ভয়াবহ সমূহ আজাব থেকে) সতর্ককারী এবং আল্লাহর অভিপ্রায়ে আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও (হেদায়তের) চির প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা রূপে।" আল্লাহতায়ালা তাঁর হাবীবের শানে সংবাদদাতা ও নির্দেশদাতা হয়ে আরো বলেন-"নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর সকল ফেরেস্তা নবীর উপর দরূদ নিবেদন করিতেছে; হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ এবং যথার্থ সালাম নিবেদন করতে থাকো।"

[অথবা]

।। অসীম দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি ।।

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। ছালাতুচ্ছালাম বা সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শান্তি ও তুষ্টির সওগাত নিবেদন আল্লাহর ঐ প্রিয় হাবীব নবীবর মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (সঃ) এর উপর

যিনি সমগ্র সৃজনব্যাপী অনুগ্রহ এবং মু'মিনদের উপর অত্যাধিক অনুগ্রহ অপরিসীম মেহেরবান। তাঁর প্রিয় সকল বংশধর পরিজন এবং প্রিয়জনদের উপরও অনুরূপ নিবেদিত।

অতঃপর (মনোনিবেশ করুন যে) আল্লাহতায়ালা তাঁর হাবীবের শানে সংবাদদাতা ও নির্দেশদাতা হয়ে বলেন-"নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর সকল ফেরেস্তা নবীর উপর দরূদ নিবেদন করিতেছে; হে মু'মিনগণ। তোমরাও তাঁর উপর দরূদ এবং যথার্থ সালাম নিবেদন করতে থাকো।"

আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা ছৈয়্যাদেনা মোহাম্মদ

ওয়া আলা আলে ছৈয়্যাদেনা মওলানা মোহাম্মদ

খোদার নূরের নূর নবী নূর তিনি আরশী;
মানবেরে পথ দেখাতে মানব রূপে আসিলেন।

কিছু সৃষ্টি না করিতে করলেন সৃষ্টি নবীকে-
মাটিও তো ছিলনারে নবী কেম্‌নে মাটিরে!
ছিলনা মানব যখন নবী তখনো ছিলেন,
মানব যখন ছিলনারে নবী কেম্‌নে মানবরে!
মানব আকারে তিনি হাকিকতে খোদার নূর;
সাধারণ মানব ভাবিলে খোদা নারাজ হয়রে।
নিজের মত মানুষ বলে এমন তুচ্ছ করনা,
করলে তা নিশ্চিত জানরে নরক তোমার ঠিকানা।
কাফিরদের সম্বোধন করে 'মিছ্‌লুকুম্‌' বলে কোরান,
তোমার মত বলে তুমি কাফির দলের হইওনা।
মুমিনদেরে বলেন নবী "আমার মত তোমরা কে?
আমি তো খোদার সাথে মিশে থাকি গোপনে"।
দেখ নূরী জিব্রাইল ও যেথা গেলে জ্বলে যায়,
তারি উর্ধ্বে নূর নবী খোদার নুরে মিশে যায়।
মুক্তি পেতে চাহ যদি কর নবীর ভজনা;
নবী ভজন খোদা ভজন কোরআনেতে ঘোষণা।
'মাঁই ইউতীয়ির্‌ রাছুলা' দেখ আয়াতে কোরান
"ফক্বাদ্‌ আতা আল্লাহ' বলে করিলেন সেই ঘোষণা।
'ওয়াব্‌তাগু ইলাইহিল উছিলা' কোরানেরি সুপ্রমাণ,
নবী-অলির মাধ্যম ছাড়া খোদা পাওয়া যাবে না।
চাহিলে নবীর কাছে শিরিক শিরিক বল না
খোদায়ী নয়, খোদাও দেন মোদের নবী দেখনা।
ঈমান, ইসলাম, কোরান সবই কেবা দিল বল না?
নবীজিই তো দিলেন সবই কি আর দিতে পারে না।
দুই জগতের শান্তি-মুক্তির পথটি দিলেন নবীজি;
কল্যাণ করার নাই ক্ষমতা বলতে লজ্জা করে না!
জগত কাণ্ডারী নবীজি মুক্তি দাতা হন তিনি,

এই জন্যই তো পাঠায় খোদা কোরান খুলে দেখনা।
জর্‌রা জর্‌রা করবে বিচার যেথা খোদা হাশরে
সেথাও যে দয়াল নবী মুক্তি দাতা দেখনা।
মুক্তি পাবার আশা যদি রাখ কিছু মনেতে,
ভক্তি ভরে নবীজির কর তবে ভজনা।

ছালাতুন ইয়া রাছুলাল্লাহ আলাইকুম
ছালামুন্ ইয়া হাবীবাল্লাহ আলাইকুম

আয় কেহ্ তে'রা নূর হায় নূরে খোদা
খিল্‌ক্বতে কুল্ তেরে নূরছে আয় নবী।
কেহ্ জমাল তে'রা জমালে বে যওয়াল-
দী'দেতু দী'দে খোদা হায় আয় নবী।
রোয়ে রখ্‌শানত্ দেখ্‌হা পেয়ারে নবী
জলওয়ায়ে তু বিল হুদা দেখ্‌হা নবী।
আয় কেহ্ বাহের ওয়াছ্‌ফেতু হার ওহাম্‌ছে
মাহ্‌বিয়ত উছ্ বে-বাহামে দে নবী।
আপ কি ফোর্‌কত মে ছি'না জারজার
ছেহ্‌রা কেহ জমালে হক দেখ্‌হা নবী।
গোম্‌রাহী কি কালি ছব্ দূর কিজিয়ে
রোয়ে তু শাম্‌ছুদ্দোহা দেখ্‌হা নবী।
বে-কছো বে-বছ্ বহুত হোঁ আ'ছি হাম্
লুত্‌ফ্ তে'রা হায়্ ভরুছা আয় নবী।
তুজ্‌কৌ ছুড়ে আউর্ কাহাঁ জায়েঙ্গে হাম্
হাম্‌কৌ এক তুহী ছাহারা আয় নবী।
হোঁ গরীক্ব হাম্ জরমো মা'ছিয়াত্ মেগর
খোশ্ নছিব জব্ তে'রা উম্মত হোঁ নবী।
জিন্দেগী ভর্ ছাথ্ হো রহমত তে'রা

তা আবদ্ হো তে'রা রহমত আয় নবী।
ইল্লতে দূরীছে জানে আলমী হোপড়া বাহের রহমহো আয় নবী।
জিন্দেগীকে আ'খেরী দিন জব্হোয়ে
কদ্ম মে হোবে ঠিকানা আয় নবী।
মর্তে দম গর দেখ্হ্লোঁ রোয়ে জমাল
জিন্দেগী তব্ লা-যওয়াল হোবে নবী।
বাগে জান্নাতছে যেয়াদাহ্ জু আজিজ
তে'রাহী ওউ কুছাহ্ দে'না আয় নবী।
উম্মতুঁকৌ হাশ্র মে জব্হো তালাশ
মুজ্কৌভি লে-লে'না পেয়ারে আয় নবী।
জর্রা জর্রা হো হেছাবে আদ্ল যব্
উছ্ ঘড়ী ভি তু ছাহারা আয় নবী।
ছখ্ত্ হাঙ্গামাহ্মে গর না-হো করম
হায় কুয়ী দো'ছরা মে'রা আয় নবী।
ছখ্তীয়াঁমে মোব্তালা হোকর্কে হাম
জব্ ফুকারীঁ লুত্ফ্ছে আ-না নবী।
গর্দিশে আইয়ামছে ঘাব্ড়া হোয়ে
আহাদী কৌ তুহী দেলাছা আয় নবী।

[বঙ্গানুবাদ]

আল্লাহর রাছুল! দরূদ তোমার পরে।
আল্লাহর হাবীব! সালাম তোমার পরে।।

হে তোমারি নূর যে নূরে খোদা–তোমারি নূর হতে সব সিজ্ হে নবী।
তোমারি সৌন্দর্য যে চিরস্থায়ী–খোদা দেখা হয় তোমায় দেখে নবী।
নূরানী ঝলওয়ার সেই চেহেরা দেখাও-হেদায়তপূর্ণ ঝলক দেখাও নবী।
সব ধারণার উর্ধ্বেরি যে হও তুমি–সেই অসীমে কর বিভোর হে নবী।
তোমারি বিরহে বক্ষ হয় যে চুর-দেখাও চেহেরা খোদারূপ হে নবী।

গোমরাহীর সব আঁধার করহ দূর–দেখাও নূরের রবি চেহেরা নবী।
গুনাহ্গার মোরা যে বড়ই অসহায়-ভরসা তোমারি দয়া হে নবী।
তুমি ছাড়া মোদের যে ছাহারা নাই-অসহায় হই দাও ছাহারা হে নবী।
যদিও রই পাপ-অপরাধে ডুবি-ভাগ্য যে তোমারি উম্মত হই নবী।
জীবনে-মরণে যেন পাই দয়া-সর্বদা তোমার দয়া চাহি নবী।
বিরহে জগতেরি প্রাণ হয় বাহির-দয়া কর দয়া কর হে নবী।
জীবনের শেষ দিনে কাছে থাকিও-চরণে ঠিকানা দিও হে নবী।
মরণ কালে যদি পাই তোমার দেখা-লভিব চিরস্থায়ী জীবন নবী।
জান্নাতেরি বাগ হতে অধিক প্রিয়-পাই যেন সেই গলি তোমার হে নবী।
হাশরে উম্মতকে তালাশ করিতে-খুঁজিয়া লইও মোরেও হে নবী।
জর্‌রা-অণু করবে বিচার যে খোদা-সেথাও তুমি ছাহারা হে নবী।
করবে কে কঠিন বিপদে আর দয়া-না পেলে তোমার দয়া যে হে নবী।
দুঃখ-মছিবতে যখনি ডাকি-আসিও দয়ার গুণে হে নবী।
কালের ঘোর বিপাকে যে আহাদী আজ-হুঁশহারা! তুমিই ভরসা হে নবী।

মার্‌হাবা ইয়া মার্‌হাবা ইয়া মার্‌হাবা
রহমাতুল্লিল্ আলামীনা মারহাবা

নূর রব্‌ছে জিন্‌কা নূর পয়দা হুয়ে ওউ জমালে কিব্‌রিয়া পয়দা হুয়ে।
নূরছে জিন্‌কা হুয়ে কুল কায়েনাত রৌশনে কুল আলমী পয়দা হুয়ে।
তারিকীয়ে গোমরাহী ওউ আতেহী যোল্‌মতীঁ কাপুর বিল্‌কুল ছব্ হুয়ে।
মোব্‌তালা জুহী মছিবত্ হোপঢা হার্ কছে ওউ রহমতীঁ বরছা হুয়ে।
জেত্‌নে কেহ্ বেকছ্ ওয়া বেবছ হোতামাম ছব্‌কেছব্ কে লিয়্যে ওউ ছাহারা হুয়ে।
এন্‌তেহায়ী গম্‌মে মায়ুছ জু হুয়ে ভি দেলাছা এইছে বে আছ কৌ হুয়ে।
আউলিয়া-আম্বীয়া হো আউর মোরছালী ছব্‌কে কেবলাই আউর ইমাম ওউহী হুয়ে।
শান জিন্‌কে খোদ্ খোদা করতে বলন্দ এইছে জী'শানঁ মোস্তাফা পয়দা হুয়ে।
মার্‌হাবা বে-হদ্ হাবীবে কিব্‌রিয়া আরজুমন্দ জিন্‌কে রজাকে রব্ হুয়ে।
আজ হাম্ খাইরুল্ উমাম জিন্‌ছে হুয়ে খোশ নছিব হোঁ হাম্‌কৌ ওউ মওলা হুয়ে।

[বঙ্গানুবাদ]

স্বাগত! হে স্বাগত! হে স্বাগত

জগতের রহমত তুমি হে, স্বাগত

নূর যিনি সৃষ্টি হলেন প্রভুর নূরে--সৌন্দর্য খোদার তিনি পয়দা হল।
যাহারি নূরে সৃজন সৃষ্টি জগত--সর্বজগতের আলো পয়দা হল।
আসিতেই তিনি আঁধার সব গোমরাহীর--সম্পূর্ণ বিনাশ সকলি যে হল
পড়ল আট্‌কা যেইবা কেউ মছিবতে--সকলের কৃপাবারি তিনি হল।
যতইনা হোক অসহায় যত সব--সকলের জন্য তিনি সহায় হল।
শেষ পেরেশানীতে নৈরাশ যেই হল--তারও স্বস্তি আর আশা তিনি হল।
মর্যাদাবান সব নবী-রাছুল-অলী--সকলের কেব্‌লা ইমাম তিনি হল।
যাঁরি শান উর্ধ্বে তুলেন স্বয়ং খোদা--মোস্তাফা এমন শানের পয়দা হল।
স্বাগত অসীম জানাই, হাবীব খোদার!--কাঙ্ক্ষিত যাঁর সন্তুষ্টির খোদা হল।
শ্রেষ্ঠ উম্মত আজ মোরা যার উছিলায়--ভাগ্য যে! তিনি মোদের মনিব হল।

কিয়াম পূর্বে পাঠ

প্রেমময় অন্তরে মু'মিন ধ্যানে বিভোর হয় যবে
নবীজি অতি নিকটে তাই চলো দাঁড়াই সবে।
আদবে দাঁড়াই নতশির অন্তরে নবী লয়ে
ছালাতুচ্ছালাম কদমে নবীজির জানাও সবে।

কিয়াম অবস্থায় পাঠ

ইয়া নবী ছালাম আলাইকা ইয়া রাছুল ছালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব ছালাম আলাইকা ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা

খোদার সৌন্দর্যের ছবি জগতের অতুল্য খুবী
প্রভুর নূরের রবি সব নবীর শিরতাজ নবী
হুর-পরী, ফেরেস্তা, ইন্‌ছান সৃষ্টিকুল করে গুণগান,
সবারি উর্ধ্বে তোমার শান সর্বময় তোমার গুণাগান

প্রেমেতে বিভোর খোদা যার তিনি যে হাবীব আল্লার,
গুণগাহী স্বয়ং প্রভু যার তার যে শান মহান বেশুমার।

দয়ার ভান্ডার জগতের কাণ্ডারী পাপী উম্মতের
সুপারিশকারী হাশরের যা বলি সবেরি উর্দ্ধের।

দেখিনি দুনিয়ার বুকে তুমি ছাড়া অন্যের দিকে
ফরিয়াদী হয় উট যে কেঁন্দে কয় দুঃখ তোমায় যে।

শুক্‌নো কাঠ কাঁন্দে জারজার তোমার লাগি বেশুমার,
বন্দী হরিণী তোমার দ্বার মুক্তি চায় কেঁন্দে জারজার

দিলে যে মুক্তি সবারে দোশ্‌মন অবাক হয় দেখেরে,
চরণে যে লুটে পড়ে দোশ্‌মন দেয় সপে নিজেরে।

ফরিয়াদী আজ মোরাও তোমার দ্বারে হই তরাও
দয়ার দান মোদেরও দিও ফরিয়াদ সবার রাখিও।

গুনাহের বোঝা যে ভারি অকূল সাগর পারি
তোমার পাক নাম স্মরি লও মওলা সবাই উদ্ধারী।

তুমি যে জগত কর্ণদ্বার হাতেতে প্রভুর ভান্ডার
কৃপা দান অসীম অপার সবাই কর দান কর পার।

গুণাহের অকূল সাগরে তরী মোর বিপদে পড়ে,
গোলাম যে তোমার মরেরে যেমনি হোক কর পাররে।

নিয়ে যাও এবে মদিনায় অন্তরের বাসনা পুরাই

আপনার চরণে লুটাই দুঃখ-পাপ সবই দাও ঘুচাই

হয় দূর যেন সকল দূর যেন হয় হাসিল হুজুর।
দেখি যেন তোমার নূর হয় যেন সকল বাঞ্চাপুর।

মরণে কাছে থাকিও নূরানী ঝলক দেখাইও।
কলেমা নিজেই পড়াইও দামানে লেপ্‌টি রাখিও।

ছওয়ারী নবীর আসিল মোদের যে ভাগ্য খুলিল
রহমতের সাগর ছুটিল ভিখারী! ভান্ড ভরে লও।

বালাগাল্‌উলা বেকমালিহি
কাশাফাদ্দোজা বেজমালিহি
হাছানাত জমিই'য়্যু খেছালিহি
ছল্লো আলাইহে ওয়ালিহি

স্বয়ং পূর্ণতায় সবের উপরি, আঁধার সব দূর চমকে যারি,
সর্ব সৌন্দর্য স্বভাব যারি, তাঁর পরে দরূদ ও আ'ল উপরি।

কেহ করবে কি প্রশংসা তোমার, নহে সম্ভব আর সাধ্যও নাহি,
মানবের বিবেক যাবেনা কবু, তোমার শান যে এমন উর্ধ্বেরি।

তোমার উচ্চ শান জানেনই খোদা, তাই বলেন তিনি রফা'না লাকা,
তোলেন উর্ধ্বে শান স্বয়ং যে খোদা, খোদার এই বাণী সাক্ষী যে তারি।

সত্তা তোমারই রহমত সবারি, দয়া সকলি দয়া তোমারি,
জ্বলে জিব্রাইলের পাখা যেথারে, তারও উর্ধ্বে যে 'মকাম' তোমারি।

উভয় জগতে যার সরদারী, সেই তো তোমার গোলাম দ্বারেরি,

হযরত আব্বাস, বেলাল তাহা, বুঝিবে যারা এমন আরি।
নবীকুল সেরা তোমায় যেই করেন, মোদেরও সেরা উম্মত সেই করেন;
পূর্ণ ভরসার তোমার দরবারই, অভয় সব থেকে করেন মোদেরি।

খুলেনিও মুখ ফরিয়াদী যে, তোমার দয়ার দান গেল যে পেয়ে,
আসতে পারেনি কখনো মুখে, পুরিয়ে দিলেন আশা মনেরি।

তোমার উচ্চতা বলে এই যে, মহান আরশে স্বয়ং তুমি বলি,
শরীয়তের আড় যদি না হত, বলিতাম তবে আরো উর্ধ্বেরি।

পারি না 'খোদা' বলিতে তোমায়, তুমিই বল, কি বলিব তোমায়?
নাহি জগতে তুলনা তোমার, না গগনে আছে জবার তারি।

সেই হয় খাঁটি মুমিন, যেই হয় তোমার পূর্ণতায় অটল বিশ্বাসী,
যারি প্রাণ হয় প্রেমই তোমারি, তোমার স্মরণ হয় যার দিশারী।'

হোক না জগতের যত প্রিয়জন তুমিই হও তার অধিক প্রিয়জন,
স্ত্রী-পুত্র সব, বাবা-মা আরো প্রিয় জান ও মাল সবের উপরি।

তুমি যে রহমত সর্ব জগতের তুমি মেহেরবান উভয় জগতের
তোমারি দানের দরবার হতে কে এমন? ভাগ্যে জুটেনি যারি।

তোমার দ্বারে আমিও আসি, ভাগ্য খুলিতে রাশি রাশি
রহমতের দান দিয়ে অকাতর, এবে খুলে দাও ভাগ্য আমারি।

নবীর দরবারে ফরিয়াদ

শুনুন শুনুন প্রিয় নবী ফরিয়াদ গুনাহ্‌গারের
ফরিয়াদের কেবলা তুমি সকল সৃষ্টি জগতের।
সকল সৃষ্টির কৃপা তুমি, রহমতের খনি তুমি,

পাঠায় তোমায় জগত স্বামী, করে রহমত সবের।
তাইতো আদম, নূহ, ইউনুচ, ইব্রাহীম, জাকারিয়া, আইয়ুব,
পায় তোমারি উছিলায় সব, পায় পথ যে ওই পারের।
তুমি কৃপা হও সবারি, অসীম কৃপা মু'মেনেরি,
আরো অধিক কৃপা তুমি, গুনাহগার সব উম্মতের।
তুমি গুনাহ্‌গার উম্মতের ক্ষমা পাবার কেবলা সবের,
তাইতো তোমার দ্বারে যেতে বলেন প্রভু, আমাদের।
প্রভু বলেন, আমরা যদি হই না যত অপরাধী
তোমার দ্বারে ফরিয়া[illegible]দি ক্ষমা মোদের।
অধম তোমার উম্মত হই যদিও বা গুনাহ্‌গার হই,
অপার দুঃখ আর অপরাধ, নিয়ে এলাম যে দ্বারে।
সকল দুঃখ আর অপরাধ ঘুচিয়ে নিতে এলাম যে আজ,
কৃপা করে কবুল করুন ফরিয়াদ গুনাহগারের।

প্রভুর দরবারে প্রার্থনা

সকল দুঃখ দূর করে দাও, প্রভু তোমার জাতের ছদ্‌কা;
রহমতের বারি বর্ষণ কর, রহমতের সাগর নবীজির ছদকা।
উদ্ধার কর মছিবত-বিপদ, সকল ত্রাণকর্তার ছদকা;
যুগে যুগে প্রেরিত যারা, তোমার সকল প্রতিভুর ছদকা।
দাও হে, দিশা সঠিক পথের, প্রভু তোমার দিশারীর ছদকা;
কর সকল অপরাধ ক্ষমা, সুপারিশ ধরি নবীজির ছদকা।
সকল নবী-রাছুলের ছদকা, তোমার প্রিয় হাবীবের ছদকা;
শান্ত-স্থিত দাও মন প্রাণ, তোমাতে বিলীন সবারি ছদকা।
মোচন কর সব দুর্দশা, আলেবাইতে রাছুলের ছদকা;
সব আসহাবে রাছুলের ছদকা, নবীর প্রিয় সবারি ছদকা।
মওলা আলী মোশ্‌কিল কোশা, বিন্‌তে রাছুল জোহ্‌রারি ছদকা;
দাও অনন্ত দান হে প্রভু, হোছনাইন করিমাইনেরি ছদকা।
সব শহীদান তোমার পথের, আর কারবালার শহীদানের ছদকা;
কবুল কর সব প্রার্থনা তোমাতুদ্‌সর্গ সবারি ছদকা।
গাউছ-কুতুব-আবদালের ছদকা, তোমার সকল আউলিয়ার ছদকা;
ন্যায় মনস্কাম সকলি পুরাও, তোমার প্রিয় সবারি ছদকা।

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদ শাহ্ জাহান

হারুয়ালছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকালঃ

মহান ১২ই রবিউল আউয়াল,

১৯৯৬ইং, ১৪১৭ হিজরী,

১৪০৩ বাংলা

হাদিয়া ঃ সাদা-১৫.০০ টাকা

ঃ নিউজ ১২.০০ টাকা

সংক্ষিপ্ত লিখক পরিচিতি

নামঃ মাওলানা শামছুদ্দীন মুহাম্মদ জাফর ছাদেক আল্ আহাদী

[এম, এম; এম, এফ]

পিতাঃ মোরশেদে কামেল, হাদীয়ে জমান হজরাতুল আল্লামা ছৈয়দ কাজী হারুনুর রশীদ (মঃ জিঃ)

গ্রাম ও ডাকঃ হারুয়ালছড়ি থানাঃ ফটিকছড়ি

জিলাঃ চট্টগ্রাম।